চবিতে সাময়িক বরখাস্ত বিতর্কিত শিক্ষক সাইদুল সরকার

চবি প্রতিনিধি ॥ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) সমুদ্রবিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সাইদুল ইসলাম সরকারকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। শুক্রবার অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৬২তম সিন্ডিকেটে সাইদুল ইসলাম সরকারকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ ছাড়া তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের তদন্তের জন্য আরেকটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তদন্ত কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতেই তার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে একাধিক সূত্র জানিয়েছেন, সাইদুল ইসলাম সরকারের বিরুদ্ধে বেশ কিছু অভিযোগ ছিল। তার বিভিন্ন অপকর্মের কথা গণমাধ্যমে উঠে এসেছে। শিক্ষার্থীদের কুপ্রস্তাব, যৌন হয়রানি, জোরপূর্বক বিভাগের আসবাবপত্র দখল, অফিস রুম দলীয়করণ এবং নিয়মবহির্ভূতভাবে ও মিথ্যা তথ্য দিয়ে স্কলারশিপের আবেদনসহ নানা 'অনৈতিক' কাজ করার মতো অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। তার বিরুদ্ধে একটা তদন্ত কমিটি করা হয়েছিল।

সিন্ডিকেটেও তার বিষয়টি এজেন্ডাভুক্ত করা হয়েছে। তাকে সাময়িক বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া অধিকতর তদন্তের জন্য আরেকটি কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত হয়। তবে তাকে চূড়ান্তভাবে চাকরিচ্যুত করার কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। তার বিষয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে নতুন তদন্ত কমিটির রিপোর্টের পর। জানতে চাইলে সাইদুল ইসলাম সরকার বলেন, 'আমি এখনো কোনো তথ্য জানি না। তবে তদন্ত হয়েছে, আমাকে ডেকেছিল। আমি আমার কথা বলেছি। এরপর এখনো কোনো কাগজপত্র পাইনি। জানতে চাইলে চবির সিন্ডিকেট সদস্য সহকারী অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী বলেন, 'সাইদুল সরকারের বিষয়টা এজেন্ডাভুক্ত ছিল। তবে কি সিদ্ধান্ত হয়েছে আমি বলতে পারবো না। আমি তখন ছিলাম না। তার আগেই আমি বের হয়ে এসেছিলাম।'

এ বিষয়ে চবি রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বলেন, 'সাইদুল ইসলাম সরকারকে সাময়িকভাবে বরখাস্তের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। তবে তার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য গঠিত ২য় তদন্ত কমিটির রিপোর্ট পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।' উল্লেখ্য, সাইদুল ইসলাম সরকার আওয়ামী লীগের কৃষিবিষয়ক উপ-কমিটির সদস্য। জুলাই অভ্যুত্থানের ঘোর বিরোধী থাকায় সমুদ্রবিদ্যা বিভাগ থেকে তাকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেন বিভাগটির শিক্ষার্থীরা।

এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের কুপ্রস্তাব, যৌন হয়রানিসহ নানা কারণে সমালোচিত হয়েছিলেন তিনি। জোরপূর্বক বিভাগের আসবাবপত্র দখল, অফিস রুম দলীয়করণ এবং নিয়মবহির্ভূতভাবে ও মিথ্যা তথ্য দিয়ে স্কলারশিপের আবেদন, বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে সহকর্মীকে তেড়ে যাওয়া, উপ-উপাচার্যকে নিয়ে কটূক্তিসহ নানা 'অনৈতিক' কাজ করার মতো অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। যা একাধিক গণমাধ্যমে উঠে এসেছিল।

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সমাবেশকে কেন্দ্র করে রবিবার রাজধানীর শাহবাগে মেডিক্যাল টিম প্রস্তুত রাখা হয় –জনকণ্ঠ